সংবাদ

তারিখ ... 14 NOV 2015 ...
পৃষ্ঠা ...১১... কলাম ...৬...

ঈশ্বরগঞ্জের ৩ কমিউনিটি স্কুলে ১১ ভুয়া শিক্ষক : তোলপাড়

প্রতিনিধি, ঈশ্বরগঞ্জ (ময়মনসিংহ)

ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জে তিনটি কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১১ জন ভুয়া শিক্ষকের সন্ধান পাওয়া গেছে। শিক্ষা মন্ত্রাণলয়ের নির্দেশে ওই শিক্ষকদের আবেদনের প্রেক্ষিতে উপজেলা শিক্ষা বিভাগ সরেজমিন তদন্ত কালে ভুয়া শিক্ষক হিসেবে তারা ধরা পড়ে। এ নিয়ে এলাকায় তোলপাড় শুরু হয়েছে।

জানা যায়, ১৯৯৪ সালে ২ জন করে শিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে উপজেলার বাখুরীপাড়া, গিরিধরপুর ও উজান চরনওপাড়া এ তিনটি কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালিত হয়ে আসছে। ২ জন করে শিক্ষক নিয়েই ২০১৩ সালের ৯ জানুয়ারি বিদ্যালয়গুলো জাতীয়করণ হয়। এসব বিদ্যালয় জাতীয় করণের সময় প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা দিয়েছিলেন, দেশে নতুন করে আর কোনো প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা এবং শিক্ষক নিয়োগ দেয়া যাবে না। ওই নির্দেশের পর উক্ত বিদ্যালয়গুলোতে ম্যানেজিং কমিটি নতুন করে আর কোন শিক্ষক নিয়োগ দেননি। কিন্তু উজান চর নওপাড়া কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান-শিক্ষক দাবি করে হুমায়ুন কবির গত ১৩ অক্টোবর ১১ জন শিক্ষকের স্থায়ী নিয়োগের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান বরাবর আবেদন করেন। তারা আবেদনে উল্লেখ করেন যে ২০০৯ সাল থেকে বাখুরীপাড়া, গিরিধরপুর ও উজান চরনওপাড়া কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত রয়েছেন। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষামন্ত্রী বিষয়টি খতিয়ে দেখতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব নুজহাত ইয়াসমীনকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। গত ১৯ অক্টোবর উপ-সচিব বিষয়টি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাকে যাচাই-বাছাই করে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেন। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার নির্দেশে ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মো: আলী সিদ্দিক সরেজমিন তদন্ত করে জানতে পারেরন সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়গুলোতে ওই ১১ জন শিক্ষক কর্মরত ছিলেন না। শিক্ষা অফিসে ১১ জন শিক্ষকের নিয়োগ সংক্রান্ত কোন তথ্যাদি নেই বলে শিক্ষা কর্মকর্তা জানান। যাদের কোন নিয়োগ নেই তারা কি করে শিক্ষক দাবি করেন। এ নিয়ে উপজেলায় ধুম্রজালের সৃষ্টি হয়েছে। ভুয়া ১১ জন শিক্ষক তালিকায় যারা রয়েছেন তারা হলেন উজান চরনও পাড়া কমিউনিটি স্কুলে হুমায়ুন কবীর, জিবুন্নাহার, মিজানুর রহমান, গিরিধরপুর স্কুলে আফসানা আক্তার মিমি, পারুল আক্তার, মমতাজ বেগম, মাসুদা খাতুন, বাখুরীপাড়া স্কুলে বোরহান উদ্দিন, রতন মিয়া, শাহানাজ বেগম ও সাবিনা ইয়াসমীন। কোন জালিয়াত চক্র ভুয়া আইডি নম্বর ব্যবহার করে ওই শিক্ষকদের নিয়োগের পাঁয়তারা করছে বলে অভিজ্ঞ মহলের ধারণা।